মন্দিরে তব মন্দিত বাণী

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

মন্দিরে তব মন্দ্রিত বাণী

সম্পাদনা

অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

প্রকাশনা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বেলুড় মঠ, হাওড়া

MANDIRE TABA MANDRITA BANI

Published by *Swami Divyananda*
Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah
West Bengal
Phone : 033-2654-9181/9632

Partially Funded by RUSA, Higher Education Department,
Govt. of West Bengal

ISBN : 978-93-82094-98-2

প্রথম প্রকাশ
জুন, '২০১৬

কথামুখ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ৪ জুলাই ২০১৬ থেকে শুরু করছে তার ৭৫ বছর পূর্তির উৎসব। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জীবনে ৭৫ বছরের যাত্রা নিশ্চয়ই কিছু নয় প্রায়। তবু, রামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বয়সে প্রবীণ এবং অন্যতম সেরা হওয়ার কারণেই শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ পেরোনোর মধ্যে একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। সেই প্রেক্ষাপটেই এই জাতীয় উৎসব আয়োজনগুলি অনেক বেশি চিন্তা-ভাবনার খোরাক জোগায়।

আমাদের সমাজে উৎসব পালনের নানা ধরন আছে। একথাও মান্য যে, উৎসবের মধ্যে একটা হৈ-চৈ-এর প্রবণতা মিশে থাকে। কিন্তু একটি মহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির এক স্মরণীয় মুহূর্তে যে উৎসব করবে, তা নিশ্চয়ই এই প্রচলিত ধারার মধ্যে পড়বে না। বিদ্যামন্দিরের প্ল্যাটিনাম জুবিলির বছর-ভরা নানা আয়োজনের যাঁরা ছিলেন মুখ্য পরিকল্পনাকার, তাঁরা মনে হয় এই ভাবনার পথ ধরেই এগিয়ে ছিলেন। ফলত, তাঁদের উৎসব-মানচিত্রে স্থান পেয়ে গেছে বিচিত্র সারস্বত-সাধনার প্রকল্পগুলি।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক সম্পদ তার মননশীল ও সৃজনশীল প্রকাশনা। সেই কারণেই দেখা যেত যে, একটা কালে স্কুল-কলেজগুলি বের করছে বার্ষিক পত্রিকা। বুদ্ধিজীবিত্বের উন্নাসিকতায় আমরা অনেক সময় এদের 'স্কুল বা কলেজ ম্যাগাজিন' বলে বছর-পেরোনো ডাস্টবিনে স্থান দিয়েছি। মনে করেছি, এখানে যা লেখা হয়, তার মধ্যে সেই শৈশবের পদধ্বনি থাকে, যা ভরা যৌবনে বা শীলিত প্রৌঢ়ত্বে কেবল ভার-কাটানো মজার খোরাক হয়, ভার-জাগানো চিন্তার গোমুখ হয়ে ওঠে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই এইসব পত্রিকাগুলিকে মান্যতা দেওয়ার কোন প্রয়োজন আমরা বোধ করি নি। হারিয়ে গেছে তাই হয়ত কোন মহৎ শিল্পীর বড় হয়ে ওঠার গল্প, হারিয়ে গেছে বড় না হতে পারা কোন মহৎ শিল্পীর সম্ভাবনার আখ্যান। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন লেখ্যাগারে সামান্যতম যত্নেও এদের অনেকেরই স্থান হয় নি। বস্তুত সেজন্যেই মনে হয়, ধীরে ধীরে প্রতি বছর এরকম 'ম্যাগাজিন' বার করার ইচ্ছেটুকুও হারিয়ে ফেলছে প্রতিষ্ঠান-প্রশাসন। সৃজন-মননের ভাবী গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগতীর্থে পৌঁছানোর আগেই শুকিয়ে যাচ্ছে আজ।

অজস্র ব্যতিক্রমী কার্যকলাপের মাঝে বিদ্যামন্দির এই সাধনাতেও স্বতন্ত্র। হয়ত তার অধিদেবতার শক্তি-স্নিগ্ধ আশীর্বাদ আছে তার সাথে এখানেও। তাই দেখি প্রায় শুরুর সময় থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছে বিদ্যামন্দির-পরিবার। সংরক্ষণ করেছে যত্নে তার প্রতিটি আবির্ভাবকে। অর্থ সেখানে বাধা হয়নি, লোকবল সেখানে কম হয়নি, জীবিকা-অর্জনের পড়াশুনা তাকে থমকে দিতে পারেনি। তার মধ্যে ধরা আছে কত

বিচিত্র জীবনশিল্পের রামধনু-খেলা। ৭৫ বছরের কত তারুণ্যের, কত যৌবনের, কত প্রৌঢ়ত্বের বুদ্ধি আর আবেগ ধরা আছে এর লক্ষ-কোটি কালো অক্ষরে।

উৎসবের অঙ্গনে তাই এমন এক সাধনার আল্পনা আঁকা থাকবে না, তা কি হয়! প্রতিষ্ঠানের অতিদীর্ঘ এই সারস্বত সাধনার ঐতিহ্যকে কোন্ মূল্যে কে গ্রহণ করবে তা ভাবা হয় নি— কেবল মনে রাখা হয়েছে সাধনার সত্যরূপটিকেই। বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে— 'মন্দিরে তব মন্দ্রিত বাণী।' এ মন্দির বিদ্যার। স্বয়ং সারদা-সরস্বতী এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এর প্রতিটি পূজায় জ্ঞানের আরতি। তাই এর মন্দিরের অলিন্দে অলিন্দে যত সুর বেজেছে সকালে বিকেলে, তারই অংশভাক হয়ে আছে 'বিদ্যামন্দির পত্রিকা'। বিদ্যামন্দিরের দেওয়ালে-মাটিতে কান পাতলে জ্ঞানের যে সাধনার অনাহত ধ্বনি শোনা যাবে, বিদ্যামন্দির পত্রিকার প্রতিটি পাতায় তারই বর্ণরূপ ধরা আছে। তাই বোধ হয় মনে হয়েছিল সবার এই বর্ণ-মন্দ্রিত বাণীকে উৎসবের দিনে আবার একসাথে গেঁথে যদি ধরা যায়, তাহলে ৭৫-বসন্তের সেই সৃষ্টি-মালাখানি বিদ্যামন্দিরের কণ্ঠের আভরণ হয়ে উঠবে নাকি?

বিদ্যামন্দির পত্রিকার নানা ধরনের লেখাগুলি নিয়ে সংকলন প্রকাশের আবেগ-মাখা ইতিহাস এখানেই লুকিয়ে আছে। ঠিক করা হয়েছে, চেষ্টা করা হবে, কয়েকটি পর্বে নানা লেখাগুলিকে ধরার। এই পর্বে রইল রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক ভাবনামণ্ডিত বাংলা লেখাগুলি। অনেক বরেণ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লেখক-গবেষকের লেখায় এর ঋদ্ধিমূল্য কম নয়। এজাতীয় সব লেখাই যে আমরা নিয়েছি, তা নয়। বাছা হয়েছে কিছুটা। পরে হয়ত আর একটি এমন সংকলন প্রকাশ করা যাবে। পাঠক বুঝতে পারবেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি হয়ে উঠতে চাইছে মূল্যবান সংযোজন।

এটি ঠিক প্রকাশকের বিবৃতি নয়। কিন্তু তবুও বলতেই হয় সুরজিৎ চক্রবর্তী, সৌরভ দাস, বিনয় পাত্র, মনসা ঘাঁটা প্রভৃতি কয়েকটি ছাত্রের নাম, নীরব পরিশ্রমে এরা প্রায় ৭৫ বছরের পত্রিকাগুলি ঘেঁটে প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছে। দিয়া পাবলিকেশন-এর কর্তৃপক্ষকেও সাধুবাদ জানাই। ভ্রান্তিরূপে 'সংস্থিতা' যিনি, তিনি মুদ্রণে অতিসক্রিয়, এমন অভিজ্ঞতা সকল দেশের লেখক-পাঠকেরই আছে। জানি না, এখানে তাঁর অবাঞ্ছিত আশীর্বাদে আমরা বিরক্ত কতটা হব। আর একটি কথা, লেখাগুলিকে সাজানো হয়েছে 'বিদ্যামন্দির পত্রিকা'-য় তাদের প্রকাশসাল অনুসারে।

তবু এহো বাহ্য। বিদ্যামন্দিরের সারস্বত সাধনার দীর্ঘ ইতিহাসের স্মারক এটি। উৎসবের মণ্ডপে জ্ঞানের জাগপ্রদীপ জ্বলে উঠুক এরই দীপশিখাস্পর্শে— এই প্রার্থনা।

জুন ২৪, ২০১৬

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সূচি

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দস্মরণে
স্বামী বীতশোকানন্দ
১১
চিরন্তন জিজ্ঞাসা—'কেন'
স্বামী বিমুক্তানন্দ
১৩
ছাত্রজীবনের কর্তব্য
স্বামী বিরজানন্দ
২০
বহির্মুখীন শিক্ষা
স্বামী অজ্ঞজানন্দ
৩১
যুগাচার্য বিবেকানন্দ
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
৪৩
মা
স্বামী শিবময়ানন্দ
৫১
স্বে মহিম্নি
অধ্যাপক অরুণ কুমার ঘোষ
৫৫
'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'
ব্রহ্মচারী দীপঙ্কর
৬১
শ্রীরামকৃষ্ণ ও নববর্ণ সৃষ্টিত্ব
স্বামী ধ্যানেশানন্দ
৭২

রাশিয়ায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রচর্চা
ড. ডানিলচুক
৭৭
স্মৃতিকণা
ব্রহ্মগোপাল দত্ত
৮২
স্বামীজীর শিক্ষাভাবনা
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
৮৫
স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা
অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়
৯০
শ্রীরামকৃষ্ণ : এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল
স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ
৯৭
রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব ও প্রসার
স্বামী বিমলাত্মানন্দ
১০৩
'নরেনের ব্যবস্থা'-র শতবর্ষ
স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ
১১৫
স্বামী বিবেকানন্দের ভারতচিন্তা
স্বামী রমানন্দ
১২৮
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন : ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তি
আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৮
তোমরা দেশকে গড়ে তোলো
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
১৪৬
শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী
জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়
১৪৯

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারী : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
ডেনিশ সামন্ত
১৬১
দেবীত্বই মা সারদার প্রকৃত স্বরূপ
অধ্যাপক ভবেশ রায়
১৬৭
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সার্বজনীন ধর্মের স্বরূপ
শ্রীবাস দেবনাথ
১৭৫

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দস্মরণে

স্বামী বীতশোকানন্দ

বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বিপুল সম্ভাবনাকে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সম্ভাবনাকে সার্থক ও মহিমান্বিত করে তোলবার জন্য তিনি ডাক দিয়েছিলেন বাংলার যুবকদের। গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে যে কয়জন যুবক স্বামীজীর সেই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ ছিলেন তাদের অন্যতম।

আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকদের ত্যাগ ও সেবায় নব ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করবার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, যে সংঘের সর্বজনীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে আসবে গণদেবতার জাগরণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের যুবকরা দাঁড়াবে তাদের স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে, রচনা হবে নতুন মহাভারত। তাই তরুণরা ছিল স্বামীজীর প্রাণের প্রাণ।

স্বামীজীর ভাবধারার উত্তর সাধকদের আন্তরিক ইচ্ছায় ও বিপুল প্রচেষ্টায় আরম্ভ হল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির। সেইজন্য বিদ্যামন্দির ছিল স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের একান্ত প্রিয়। বিদ্যামন্দির গৃহের তিনিই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু বিবেকানন্দের দেশোন্নতির বহুমুখী পরিকল্পনার মধ্যে একটির সূচনা হল। সে দিন তাঁর কি আনন্দ! স্বামীজী বলতেন যে সমাজের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও মলিনতা দূর করবার একমাত্র উপায় উপযুক্ত শিক্ষা। স্বামী বিরজানন্দজী আশা করতেন যে বিদ্যামন্দিরের বিদ্যার্থীরা আদর্শ চরিত্রবান হবে, যে চারিত্রিক শক্তি ও নিষ্ঠায় বৃহত্তর সমাজের শীর্ষদেশে হবে তাদের স্থান। বিদ্যামন্দিরের সম্প্রসারণে তাই ছিল তাঁর অসীম উৎসাহ। ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়েছে, পরীক্ষার ফল তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছে। ছাত্রদের সাফল্য সংবাদে তাঁর মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সেবককে বললেন যে, তেজসানন্দ ও বিমুক্তানন্দকে congratulate করে চিঠি দাও। গঙ্গায় একটি মহিলা ও তার শিশু সন্তান ডুব জলে পড়ে গিয়েছে। অনেকে

সেই দৃশ্য দেখছে, দুটি ছেলে স্থির থাকতে না পেরে জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই দুটি প্রাণ রক্ষা করল। পূজনীয় মহারাজকে এই খবর দিয়ে জানানো হল যে ছেলে দুটি বিদ্যামন্দিরের। তখনি তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন তা না হলে কি এই রকম সাহস দেখাতে পারে! তাদের আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি। তিনি ছেলে দুটির জন্য প্রচুর ফল মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন। বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা তাদের বৈশিষ্ট্য যখনই দেখিয়েছে, মহারাজজী তৎক্ষণাৎ তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। কারণ বিদ্যামন্দির স্বামীজীর আশার একটি বাস্তব রূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে সাধারণ সৈনিক হিসাবে যোগদান করে এবং পরে সেই সংঘের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ অগণিত নরনারীকে কল্যাণের পথে নিয়ে গেছেন। তিনি স্থূলভাবে আর আমাদের ভিতর নাই, তবুও তাঁর অমোঘ মঙ্গলাশীর্বাদ অদৃশ্যভাবে বিদ্যামন্দিরের বিদ্যার্থী ও সেবকদিগকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে—ইহা ধ্রুব সত্য।

প্রথম প্রথম কর্মও চাই, সাধনভজনও চাই। দুইই করতে হবে। দুয়েরই উদ্দেশ্য ভগবান লাভ, মনে এই দৃঢ়ধারণা রাখবে। আদর্শ ঠিক না রাখলে নানা উপসর্গ এসে জোটে ও কর্মেতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়; সবেতেই তাই। সেইজন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, সদসৎ বিচার করতে হবে, প্রার্থনাশীল হতে হবে। তাহলে ঈশ্বরের কৃপায় এমন অবস্থা আসবে যখন সাধন ভজনে ও কর্মে কোন তফাৎ বোধ থাকবে না, তখন সবই সাধন ভজন হয়ে দাঁড়াবে। তবে মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করে তীর্থভ্রমণ, নির্জনে সাধন ভজন ও তপস্যা করা দরকার। তাতে শরীর মন সতেজ ও প্রফুল্ল হয়। ঈশ্বরে নির্ভরতা আসে ও শক্তি সঞ্চয় হয়।

পরমার্থ প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ।

প্রকাশনাকাল—১৯৫১

চিরন্তন জিজ্ঞাসা—'কেন'

স্বামী বিমুক্তানন্দ

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অতীতের নিভৃত ছায়াতলে, তপোবনের নিস্তব্ধতাকে মুখরিত করে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল বেদের পূতমন্ত্র। ঐ মন্ত্র নিয়ে এসেছিল মর্ত্যে অমৃতের বাণী, আর পশুত্বকে জয় করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানুষের হৃদয়ে দেবত্বকে। মানুষ সেদিন জেনেছিল তার প্রকৃত সত্তাকে, সে আত্মসংবিদ্ লাভ করে ধন্য হয়েছিল। আজও আমরা বেদের সেই অভয়বাণী শুনতে পাচ্ছি।

শৃণন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আর্যে ধামামি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ—আর দিব্যধামবাসী দেবগণ তোমরা শ্রবণ কর; আদিত্যের মত ভাস্বর, সমস্ত অন্ধকারের পার সেই মহান পুরুষকে আমি জেনেছি। একমাত্র তাঁকে জানলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। এর আর অন্য কোন উপায় নাই।

বেদের এই শাশ্বত বাণীই ভারতের কৃষ্টির মূলমন্ত্র, তার সর্ববিধ শক্তির একমাত্র উৎস। এই সনাতন বাণীকে লক্ষ্য করেই ভারতের জীবনধারা বহু পতন অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়ে, সুদীর্ঘ উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। তার গতিবেগ কোথাও রুদ্ধ হয়নি। পূর্বেও যেরূপ ছিল আজও তার সেই সাবলীল সতেজ গতি। তার এই অনন্ত গতিপথে সে কত ঊষর মরুকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে, কত শুষ্ক প্রাণে আশার সঞ্চার করেছে, দেশ দেশান্তরের কত তপ্ত-হৃদয়কে তার সুশীতল শান্তিবারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধতায় পূর্ণ করে তুলেছে। এ যুগেও আমরা নতুন করে শুনতে পাচ্ছি বেদের সেই অমোঘ বাণী 'যত্র জীবো তত্র শিবঃ', 'জীবজীব, শিবশিব'। সেই পরম সাম্যবাণী অবলম্বনে ভারতের জীবনধারা আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; কে জানে এবারের প্লাবন হয়তো আরো বেগবান, আরো সুদূরপ্রসারী হবে।